খণ্ড ২, সংখ্যা ২ | ভাবনগর | এপ্রিল ২০১৫
Vol. 2, No. 2 | BHABNAGAR | April 2015

বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি তিনটে যমজ ভাইবোন

হান্স হার্ডার

অধ্যাপক হান্স হার্ডার

Language, Literature and Culture of Bengal – hard to disentangle

Hans Harder

Abstract

Hans Harder is a German researcher and professor. He has been studying and teaching modern Bangla language, literature, culture and religion for many years. For his Ph.D. he worked on Bankim Chandra Chattopadhyay's Shrimadbhagabadgita. In this interview Hans said: "Analyzing Bankim's Gita I realized that a single text works at different levels or creates diversified meanings. Moreover, there are some big old questions, like what is being said, what's the actual meaning of the words and sentences, in whose mouth should certain utterances be put for greatest effect, through mention of which name or text can we bring a certain argument home to the critics, etc. -- that is, I have been able to discover the mysterious realm of a complex text." About his translations of Tagore's literary works, he stated: "The most fascinating quality of Rabindranath is his simplicity of language. To render this in other languages may be very difficult, especially in the case of poems." About Bangladeshi Sufism he said: "I will forever remember the four months I spent at Maijbhandar Sharif in Chittagong. Maijbhandar, in fact, is not a usual village. It is a small place indeed, but Maijbhandaris are found in many parts of the country. The foreign scholars who worked on Maijbhandar before me, Dr. Bertocci from America and Dr. Harvilati from Finland, could not pass as much time there as I did. This is why my book on the topic is thicker than their contributions. On the other hand, Bangladeshi researcher Selim Jahangir and Manzurul Mannan have written from a much closer point of view. There are many subtle differences among the writings of these five 'external researchers'. Well -- so many men so many minds!" Hans Harder explained his multidimensional research work by saying that from a distant perspective, the language, literature and culture of Bengal are hard to disentangle. An average German, e.g., would not need to consider cultural differences so much while reading French. But in the case of Bangla, for European readers it is absoutely necessary to know about the culture of Bengal besides its language and literature in order to reach a decent understanding.

জার্মানের হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হান্স হার্ডার দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। তিনি ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ ও বিশ্লেষণ* বিষয়ে পিএইচ.ডি. করেন। এর আগে যথাক্রমে হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও সাংবাদিকতা (১৯৮৬-৮৮), সামাজিক নৃবিদ্যা (১৯৮৮-৯২) বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেন এবং হাইডেলবার্গের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি ১৯৯৫-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হালে-উটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব ইন্ডোলজি অ্যান্ড সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের সহকারী অধ্যাপক পদে পেশাগত কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। এরপর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্বেবিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক হিসেবে মর্ডান সাউথ এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিটারেচারসের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (২০১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চলমান)।

তিনি বাংলা ভাষাসহ দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক ভাষার মধ্যে হিন্দি, মারাঠি, উর্দু ও তামিল ভাষার কাজও দেখেন। দক্ষিণ এশিয়ার ঔপনিবেশিক সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস, ধর্মীয় অগ্রগতি—বিশেষ করে বাংলার ইসলাম ও সনাতন ধর্মের চর্চা হচ্ছে হান্স হার্ডারের প্রধান গবেষণা এলাকা।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের ইসলামী সুফি সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য চট্টগ্রামের মাইজভা-ারি গানের দর্শন ও চর্চা নিয়ে গবেষণা করছেন। সে বিষয়ে জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*Verkehrte Welten. Bengalische Satiren aus dem kolonialen Kalkutta. Zweisprachige Ausgabe: bengalisch–deutsch* (2011), *Sufism and Saint Veneration in Contemporary Bangladesh: The Maijbhandaris of Chittagong* (2011), *Der verrückte Gofur spricht. Mystische Lieder aus Ostbengalen* (2004), *Bankimchandra Chattopadhyay's Śrīmadbhagabadgītā: Translation and Analysis* (2001) ইত্যাদি।

অধ্যাপক হান্স হার্ডারের বাংলা ভাষাপ্রীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় যেভাবে নিবেদিত আছেন। বাংলা ভাষার গবেষণার ভবিষ্যৎ নির্দেশনার অনেক ইঙ্গিত তাঁর

নিজের কর্মযজ্ঞের দিকে তাকালে আমরা পেয়ে যেতে পারি। তাই *ভাবনগর* হান্স হার্ডারের সাক্ষাৎকার প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারের জন্য ভাবনগরের পক্ষ থেকে লিখিত প্রশ্নাবলী প্রেরণ করেন সাইমন জাকারিয়া। হান্স হার্ডার লিখিতভাবেই তার উত্তর প্রেরণ করেছেন। নিচে সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হলো–

সাইমন জাকারিয়া : আমরা জানি যে, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র বিষয় নিয়ে আপনার আগ্রহ এবং দীর্ঘদিন ধরে আপনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে গবেষণা, অনুবাদ ও শিক্ষাদান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীমদভগবদ্গীতার অনুবাদ ও বিশ্লেষণ* নিয়ে আপনি পিএইচ.ডি. করেছেন। আমাদের একটি সাধারণ আগ্রহ–আমাদের বাঙালিদের সাহিত্য-গবেষণায় অধিকাংশক্ষেত্রে যেখানে বঙ্কিমের কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণা হয়, তার বিপরীতে আপনি বেছে নিয়েছিলেন বঙ্কিমের ভগবত। এর কারণ কি?

হান্স হার্ডার : পিএইচ.ডি.-র বিষয় বেছে-বেছে ঠিক করতে হয়। আমার ইচ্ছা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ লেখা নিয়ে কাজ করব। কিন্তু আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক রাহুল পিটার দাশ তখন গীতাভাষ্য বিষয়ে গবেষণা করার প্রস্তাব দেন। আমি প্রথম-প্রথম অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কাজে লেগে গেলাম। তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যে, উনি ঠিকই বলেছিলেন। গীতাভাষ্য সম্বন্ধে বড় রকম কোনো কাজ তখনও হয়নি। আর তা ছাড়া সে সময় হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ ছিল না, বিভাগটা ভারতবিদ্যা

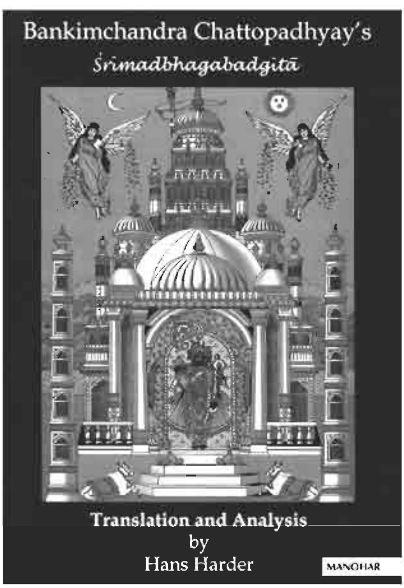

হান্স হার্ডারের পিএইচ.ডি. গবেষণাগ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র

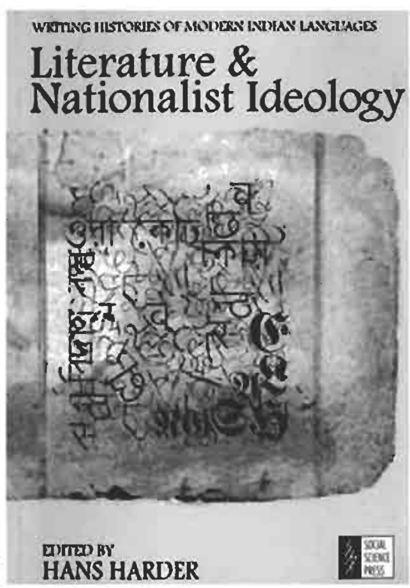

হান্স হার্ডারের সম্পাদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র

চর্চা—যেরকম বিভাগে সংস্কৃত নিয়ে গবেষণা করার লম্বা একটা ইতিহাস রয়েছে। প্রফেসর রাহুল পিটার দাশ মনে করেছিলেন যে—গীতাভাষ্যটা নিলে বঙ্কিমকেও পাব আর গীতা দিয়ে নিজেকে বিভাগের মূলস্রোতেও মেশাতে পারব—তখন কেউ আর আমার কাজ অবান্তর ভাবতে পারবে না। পরে দেখলাম—ঠিক তাই হয়েছিল। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নৃতাত্ত্বিক যখন শুনেছিল যে, হান্স গীতাভাষ্যের ওপর একটা গবেষণা করছে—তখন তাঁরা বেশ হাসাহাসি করেছিল; কিন্তু আমি বিষয়টাকে শেষপর্যন্ত পছন্দ করে ফেলেছিলাম। তাই আমার পিএইচ.ডি. সম্পন্ন হলো—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীমদ্ভগবৎগীতার অনুবাদ ও বিশ্লেষণ* বিষয়ে। পরে এটা গ্রন্থাকারে প্রকাশও পেয়েছে।

সাইমন : বঙ্কিমের গীতা থেকে আপনি কি শিক্ষা পেয়েছেন? আর তা আপনার এবং আমাদের কি কাজে লাগতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

হান্স : শিক্ষা একটা পেলাম এই যে—আমাদের পড়ার প্রক্রিয়াটাকে বহুমুখী রাখতে হবে। একটা টেক্সট কত রকম স্তরে কাজ করে, অথবা অর্থ সৃষ্টি করে সে কথা আমি গীতাভাষ্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়েই উপলব্ধি করলাম—কি বলছে, কি বলে, আসলে কি বলতে চাইছে, কাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে ফায়দা বেশি হবে, কার নাম অথবা কোন টেক্সটের ওপর ভিত্তি করে একটা যুক্তি পেশ করলে সেটা সমালোচকদের সামনে দাঁড়াবে, ইত্যাদি প্রশ্ন এখানে কার্যকর। অর্থাৎ টেক্সটের জটিল আর রহস্যময় অন্তর্জগৎ আবিষ্কার করতে লাগলাম। আবার বঙ্কিমের গীতায় আধুনিক হিন্দুধর্মের অনেক মূলমন্ত্র রয়েছে (যেমন—নব্যহিন্দুদের একটা মহাবাক্য প্রায় আমাদের সামনে চলে আসে—হিন্দুধর্মকে তাঁরা উদার বলে, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে—এটা একটা নব্যহিন্দু-মহাবাক্য)। এসব নিয়ে যে ধরনের রাজনীতি করা হয়েছে আর হচ্ছে—সেটা নিয়ে খুশি হওয়ার কারণ নাও থাকতে পারে। আর তাছাড়া, পিএইচ.ডি. গবেষণায় এরকম কোনো দায়িত্বও নেই যে—সে আমাকে খুশি রাখবেই রাখবে ।

সাইমন : দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনার ভিতর রবীন্দ্রসাহিত্য প্রীতি প্রত্যক্ষ করি, বিশেষ করে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতি আপনার দারুণ পক্ষপাত; আমাদের জানামতে, আপনি রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', 'কাবুলিওয়ালা' ইত্যাদি অনুবাদ করেছেন, এই রচনাগুলি অনুবাদের পেছনের কারণ কি?

হান্স : আসলে, শান্তিনিকেতনবাসী বাংলা-বিশেষজ্ঞ মার্টিন ক্যাম্পশেন রবীন্দ্রনাথের একটা রচনা-সঙ্গ্রহ বের করার প্রকল্প হাতে পান এবং আমাকে বছর দশেক আগে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা গদ্যলেখার কাজ সঁপে দিয়েছিলেন। তখন আমি আমার প্রিয় 'চতুরঙ্গ' আর 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা' গল্পগুলো অনুবাদ করার আগ্রহের কথা জানিয়ে ওঁকে প্রস্তাব পাঠালাম, আর উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ওই লেখাগুলো অনুবাদ করেছি। এর বাইরে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তেমন কিছু লিখিনি—দ্বিধা বোধ করে এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথকে খুব ভালো লাগলেও এমন বহুচর্চিত বিষয়ে লেখার অধিকার কোথা থেকে আদায় করব? ভাবটা কিছুটা এরকম।

সাইমন : রবীন্দ্র কথাসাহিত্য অনুবাদে আপনি কি কি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন? রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের বিশ্বজনীন কোনো রূপ আপনার চোখে পড়েছে কি?

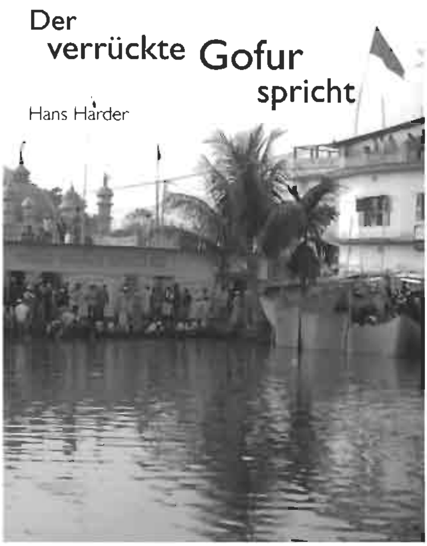

জার্মান ভাষায় হান্স হার্ডার রচিত আব্দুল গফুর হালীর জীবন ও সংগীত বিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

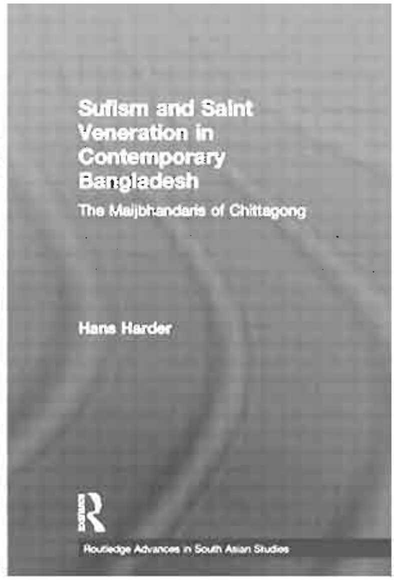

বাংলাদেশের সুফিবাদ ও সাম্প্রতিক সাধক সম্প্রদায়ের উপর রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

হান্স : সমস্যা অতটা হয়নি, বরং কাজটা খুব ভালোই লাগলো। রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে আশ্চর্য গুণ আমার চোখে তাঁর ভাষার সহজতা–সারল্য। অন্য ভাষায়–বিশেষ করে পদ্যে–এটা আনা দায়। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সহজ চরিত্র আমার সঙ্গী হয়ে আমাকে জার্মান অনুবাদ অবধিই নিয়ে গেছে–যদিও আমি কখনো আমার অনুবাদগুলোর উৎকৃষ্টতা দাবি করব না।

সাইমন : রবীন্দ্র ছাড়াও আপনি সমরেশ বসুর গল্প এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা অনুবাদ করেছেন, এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন–বাংলা ভাষা হতে যখন কোনো সাহিত্যকর্ম অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কোন কোন ভাবনা আপনার মাথায় থাকে? অথবা আপনার ব্যক্তিগত ভালোলাগাই এর একমাত্র কারণ কি?

হান্স : যোগাযোগ, অনুরোধ, ভালোলাগা–এই তিনটে। আর অবশ্যই 'অনুবাদীয়তা': কিছু কিছু লেখা অনুবাদ যেন হতেই চায় না, সেগুলোতে হাত দেওয়া বৃথা আর বারন।

সাইমন : বাংলা ভাষার মধ্যযুগের সাহিত্যেও অনুবাদের প্রচলন ছিল, তখন একটি দেশের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ বা রূপান্তরে সাহিত্যিকরা যে–সব সৃজনশীল ভঙ্গি কাজে লাগাতেন–তা কি এখনকার অনুবাদকর্মের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে? অথবা আপনার কোনো অনুবাদে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অনুবাদরীতির ধারাবাহিকতা কাজে লাগানোর প্রয়োজন অনুভব করেছেন কি?

হান্স : সাহিত্যিক রূপান্তর দক্ষিণ এশিয়াতে শুধু মধ্যযুগে হয়েছে তা নয়। Brecht-এর কথা মনে আনলে বুঝতে পারবেন কি বলতে চাইছি। ইউরোপে নাটক রূপান্তরের বিরাট

বাংলা একাডেমির ফোকলোর উপবিভাগে অধ্যাপক হান্স হার্ডার ও সাইমন জাকারিয়া, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

বড় একটা ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য সাহিত্যিক ক্ষেত্রে বোধ হয় অতটা নয়। আর ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে একটাও রূপান্তরের কথা আমার মনে নেই। থাকবে নিশ্চয় দুএকটা, কিন্তু আরো অনেক হওয়া উচিত।

সাইমন : বাংলাদেশের সুফিবাদের সাম্প্রতিক চর্চা ও সংস্কৃতি নিয়ে আপনি গভীরভাবে গবেষণা করেছেন? আপনার সেই গবেষণাকর্ম সম্পর্কে কিছু বলুন এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মূল পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুফিবাদকে গবেষণায় গ্রহণ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

হান্স : এ প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার শরীফে কাটানো তিন-চার মাস আমার চিরদিন মনে থাকবে। মাইজভাণ্ডার ঠিক গ্রামও নয়—ছোট বটে, কিন্তু মাইজভাণ্ডারী দেশব্যাপী অনেক অঞ্চলের হয়। তবে আশে-পাশে বাংলাদেশী গ্রামের চেহারা যা দেখলাম তা আমার অত্যন্ত সুন্দর লেগেছে। আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তরে অনেক শোনা যায় যে, সুফিবাদ বাংলাদেশের 'নরম মাটিতে' ওতপ্রোতভাবে ঢুকে গেছে বহুকাল থেকে। আমি অতটা বলব না, কারণ তাহলে তো আবার সুফিবাদ কী? এ জাতীয় জটিল সংজ্ঞার মামলা সামলাতে হবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, সুফিবাদ আর গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্থানে-স্থানে একটা ঘনিষ্ঠ রাবিতা বা তা'আলুক রয়েছে!

সাইমন : চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারী গান নিয়ে, বিশেষ করে মাইজভাণ্ডারী গানের জীবন্ত-কিংবদন্তি আবদুল গফুর হালীর উপর আপনি সুগভীর গবেষণা করেছেন, আপনি বলবেন কি—আপনার আগে আঞ্চলিক সংস্কৃতির কোনো জীবন্ত-কিংবদন্তি নিয়ে গবেষণা কারা করেছিলেন? এবং তাদের গবেষণার সাথে আপনার গবেষণাকর্মের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য কোথায় ছিল? আর এই গবেষণা জার্মানদের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে?

হান্স : মাইজভাণ্ডার নিয়ে বিদেশ থেকে এসে যাঁরা গবেষণা করেছেন—আমেরিকার ড. Bertocci এবং ফিন্‌ল্যান্ডের ড. Harvilati প্রমুখ—তাঁরা আমার মত সময় নিয়ে আসতে পারেননি। তাই আমার বই তাঁদের লেখা থেকে অনেক মোটা। আর বাংলাদেশের গবেষক সেলিম জাহাঙ্গীর এবং মনজুরুল মান্নান আবার কিছুটা কাছের একটা পরিপ্রেক্ষিত থেকে লিখেছেন। মাইজভাণ্ডারের মণ্ডলীর ভিতর থেকে আবার অনেকে লিখেছেন। সূক্ষ্ম মতভেদ প্রচুর পাওয়া যাবে আমাদের 'বাইরের গবেষক' পাঁচজনের লেখায়। বহু মুনি বহু মত যা বলে! কিন্তু বলব না পার্থক্যগুলো কোথায়, জানতে চাইলে লেখাগুলো পড়ে দেখতে বলব।

সাইমন : আপনি কি মনে করেন যে, বাংলার সাহিত্য-গবেষণার সাথে সাংস্কৃতিক গবেষণার সম্পর্ক রচনা করার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে? তাহলে সেটা কি?

হান্স : একশবার! বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি তিনটে একাকার, অনেকটা যমজ ভাইবোনের মতো। কি করে আলাদা ভাবে শেখাবেন?—না, একেবারে হয় না তা বলছি না, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এ ব্যাপারে এক এক ভাষা এক এক রকম, আর সাংস্কৃতিক দূরত্বটাও বিবেচনায় আনতে হবে: জার্মানদের ফ্রেন্‌চ পড়াতে হলে হয়ত অতটা দরকার হবে না, কিন্তু বাংলার বেলায় ভাষা-সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃতিটাও একটু একটু না বুঝলে কাজ হয় না। তাই বাংলায় সাহিত্য-গবেষণার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করা খুবই প্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার হতে পারে। আর আমার ধারণা, তা হলেই মনে হয় বেশি ভাল।

সাইমন : আপনি তো একজন জার্মান নাগরিক এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার একজন অধ্যাপক, পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার আরও কয়েকটি ভাষা নিয়েও অধ্যাপনা করেন, এক্ষেত্রে একজন বাঙালি হিসেবে আমার প্রশ্ন আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয় নিয়ে কি ধরনের শিক্ষা ও গবেষণা হয়ে থাকে? আর বাংলা ভাষা নিয়ে শিক্ষা গবেষণায় জার্মানিরা কবে থেকে আগ্রহী হয়েছে এবং জার্মানিতে আপনি ছাড়াও কারা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণা করেছে?

হান্স : এ প্রশ্নটার উত্তর দিতে হলে পুরো একটা প্রবন্ধ হয়ে যাবে। আসলে আমি কিন্তু শুধু বাংলা ভাষার প্রফেসর নই—আমি দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগের অধ্যক্ষ। তার ফলে আমাকে উর্দু, হিন্দি আর তামিল ভাষা নিয়েও কম-বেশি কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়া, প্রাথমিক ভাষা-শিক্ষা আমার কাজ নয়; আমাদের প্রতিষ্ঠানে এই কটা ভাষার শেখাবার জন্য চারজন সহকর্মী রয়েছেন।

সাইমন : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আপনার পরবর্তী পরিকল্পনা কি?

হান্স : আমি এখনো বুঝতে পারি না। তবে, লেগে যে থাকবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক কোন বিষয় নিয়ে কাজ করবো, বা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে কি কি করা যাবে, তা নিয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই।

Notes on Contributors

Max Stille, After a volunteer-service in Bangladesh, Max Stille studied South Asian History and Middle Eastern Studies at Heidelberg University. His interests in contemporary developments of religiosity and philosophy lead to participation in a research-group on new media and contributions to the understanding of rituals in post-modernity as well as conducting a reading group on Foucault's approach to the history of ideas. After completing his M.A. on Medieval Bengali literature, he joined the Centre for Transcultural Studies in a research project on the rhetoric aspects of Islamic sermons within which he focuses on Bangladeshi wa'z mahfils.

Masahiko Togawa is Associate Professor of Cultural Anthropology at Hiroshima University, Japan. He has written several books and papers on religion and society in West Bengal and Bangladesh. He is the author of *An Abode of the Goddess: Kingship, Caste, and Sacrificial Organization in a Bengal Village; Syukyou ni Kousuru Seija (The Saint who resists 'Religion', in Japanese); Syncretism Revisited: Hindus and Muslims over a Saintly Cult in Bengal (Numen); Women within the Hierarchy* (Journal of the Japanese Association for South Asian Studies), and co-editor of *Gram Bangla: Itihas, Samaji o Artniti* (in Bengali). He is a member of the executive board of the Japanese Association for South Asian Studies (JASAS).

Clinton B. Seely, Professor Emeritus of South Asian Languages and Civilizations at The University of Chicago. He obtained his Ph.D. degree in 1975 from the University of Chicago with his thesis entitled *Doe in Heat: A Critical Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das (1899-1954) with Relevant Literary History from the Mid-1920's to the Mid-1950's.* His professional life began with his appointment as a Peace Corps Volunteer to East Pakistan (present-day Bangladesh) from 1963 to 1965 and ended, so to speak, as a professor in the University of Chicago's Bangla Department from 1975 onwarduntil his retirement. He has received worldwide acclaim for his compilation of a textbook for Bangla language education, and has obtained mastery in the Bangla language, research of literary works, and translation. His published works include *Rain through the Night* (1973) (revised by the author)*: Translation of a novel by Buddhadeva Bose*; *A Poet Apart*: *A Literary Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das (1899-1954)* (1990); *Intermediate Bangla* (2002); *The Slaying of Meghanada: A Ramayana from Colonial Bengal* (2004).

Keith E. Cantú first arrived in Bangladesh five years ago on a Fulbright teaching fellowship that he received along with intensive training in the Bangla language following the completion of his undergraduate studies at Pepperdine University near Los Angeles California. After completing several internships in international policy, he decided to switch gears and wholeheartedly pursue a career in academia, specifically in the field of religious studies. He completed an M.A. in International Studies: Comparative Religion at the University of Washington, and this term will finish a second MAIS in South Asian Studies. Next fall he will begin a Ph.D. program at the University of California at Santa Barbara, where he aims to focus on the intersections between the Bāul tradition and other Tantric and Sufi sects across South Asia. One specific focus will be how the exact sciences of antiquity (e.g. astrology and alchemy) and alphabet mysticism can help to illuminate the process by which Sufism engaged with indigenous cosmologies in mediæval Bengal. As a practicing Thelemite and affiliate of the O.T.O. and A.'.A.'., Keith also has a keen personal and academic interest in the writings of Aleister Crowley and "Western" forms of esoteric practice more generally.

Bertie Kibreah was raised in the American Midwest by expatriate Bangladeshi parents. His fas-cination with music and theology led him to complete a double B.A. in Indian and Religious Studies from Indiana University, after which he immersed himself in the study of classical music at the Ali Akbar College of Music in San Rafael, California. He then pursued an M.A. and Ph.D. in the ethnomusicology program at the University of Chicago. His dissertation examines the con-temporary relevance of bhab sangeet, the lengthy tradition of mystical poetry and song in Bengali. He has recently submitted the article "Negotiating Musical Routes of *Baul-ness* in Bangladesh" in the forthcoming edition Resounding Transcendence: Transitions in Music, Religion and Ritual (eds. Jeffers Engelhard and Philip Bohlman, Oxford University Press). Bertie has studied guitar and violin, as well as tabla and harmonium, and is passionate about the dotara. In his spare time, Bertie also sings and explores the cultural connections between Bengal and Assam with his colleague Rehanna Kheshgi, and together they also perform in the classical music group Sur Musafir with Ameera Nimjee (kathak dance) and Rakae Jamil (sitar).

Sirajul Islam is the chairman of the Board of Editors of *Banglapedia,* the national encyclopedia of Bangladesh. A professor of history at the University of Dhaka, the oldest and largest university in Bangladesh, Islam gave up his day job five years before the formal date of retirement, to make time for *Banglapedia,* in 2000. A corresponding fellow of the Royal Historical Society, Islam was a Senior Commonwealth Staff Fellow at the University of London (1978–79), a Senior Fulbright Scholar at Urbana Champaigne (1990–91), and a British Academy Visiting Professor (2004). In 2002, 10 volumes of *Banglapedia,* published by Asiatic Society, came out in his editorship. In 1991, 3 volumes of the *History of Bangladesh* (political, economic and socio-cultural), published by Asiatic Society, came out in his editorship. For the Society, he is working on the *Children's Banglapedia* and the *Cultural Survey of Bangladesh.* He also is in charge of the *National Online Biography* project of the Society and the *Banglapedia* Trust. While at his 34-year-long stint at the University, he wrote major seminal works like *Permanent Settlement in Bengal* (1978), *The Bengal Land Tenure* (1990) and the *Rural History of Bangladesh* (1990). He also edited the 4 volume *Bangladesh District Record Survey.*

Hanne-Ruth Thompson is one of the world's leading specialists in Bangla linguistics and language pedagogy. She did her Ph.D. and SOAS in London where she also taught Bengali for many years. She is the author of *Bengali: A Comprehensive Grammar* (Rouledge, Oxford, 2010) and developed two *Bengali Dictionaries* published by Hippocrene (2010). She also wrote *Bengali* for Oriental and African Language Library (John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2012). All od her works offer an exciting, modern and consisting approach of Bangla language structure. Her works are equally important for all ages of learners of Bangla as a foreign language and for scholar reaserchers and linguists dealing with Bangla language. She currently lives in Sierra Leone, West Africa, with her husband who works in support of Sierra Leone government tackling poverty and promoting economic development. She has taken this opportunity to apply her linguistic skill in KIRO, besides continuing with her research on Bangla.

Nurunnabi Shanto is a Bangladeshi short fiction writer, freelance journalist, translator and development researcher. He is a case study specialist in the field of non-government development arena. His specific area is quality education for building informed citizens who are active in the civil society movement for establishing universal right to education for all to reach a peaceful world free of poverty. His books of Bangla short-fictions are *Gramey Procholito Golpo (Maola Brothers, 2009), Raasta (Maola Brothers, 2011)* and *Megher Oparey Akash (Isamoti Prokashon, 2014).* Care Bangladesh published one of his case study collections, *Life- a Good Samaritan.* He is a renowned cultural activist involved with *Swanan Dhaka* and *Vabnagar Foundation.* He is also a senator of the online movement *Reverine Preople* active in advocating for keeping rivers pollution-free, full of depth, current, flora and fauna.

Hans Harder is the Head of Department and Professor of Modern South Asian Languages and Literatures (Modern Indology) at the South Asia Institute, Heidelberg University. His research interests include primarily Modern South Asian literatures, especially Bengali and Hindi, but also Marathi, Urdu and Tamil; Intellectual history of colonial and independent South Asia; Religious developments, particularly Bengali Islam and modern Hinduism; Satirical raditions in South Asia. He is engaged in two sub-projects in the Cluster of Excellence "Asia and Europe in a Global Context": Gauging Cultural Asymmetries: Asian Satire and the Search for Identity in the Era of Colonialism and Imperialism and Engaging with Transcultural Public Spheres: The Case of Tamil Speaking Muslims in Colonial Singapore. In the last five years he has published almost 20 works, among them three books: *Verkehrte Welten. Bengalische Satiren aus dem kolonialen Kalkutta. Zweisprachige Ausgabe: bengalisch–deutsch* (2011), *Sufism and Saint Veneration in Contemporary Bangladesh: The Maijbhandaris of Chittagong* (2011), *Literature and Nationalist Ideology: Writing Histories of Modern Indian Languages* (2010).

Saymon Zakaria, a visiting scholar of the University of Chicago, USA (from 2011-12 and 2013 Academic year). As a prominent folklore researcher intimately digging through the customs and traditions of Bangladesh for more than 20 years, Zakaria has introduced and demonstrated a distinct way of engaging with indigenous communities for research in ethnographic context, in the areas of evolving culture and theatrical performances which, has never been explored before him to his extent. He is the Founder organizer and Chairman, Bhabnagar Foundation, Dhaka, Bangladesh; and Assistant Director of the Folklore Department at Bangla Academy. As a renowned playwright his writings are appreciated not only in Bangladesh but world over. Zakaria has also given lectures at University of Washington, Seattle, USA (2012). He was also a lead researcher of 'Action Plan for the safe guarding of Baul Song' conducted by jointly UNESCO and Bangladesh government from April 2008 to 2010. He has written articles and books on the literary history and historiography of Bengali traditions. He has also published fiction and plays exploring political, historical and literary themes from Bangladesh's rich past. Major Publications : *Pronomohi Bongomata: Indigenous Cultural Forms of Bangladesh,* Foreword by Professor Tony K. Stewart, (2nd Edition 2013), *Abonagabon: Contemporary lyrical Translation of Old Charyapad,* (2010), *Prachin Banglar Buddho Natok* (The Buddhist Theatre in Ancient Bengal), (2007), *Bangladesher Lokonatok : Bisoy o Angik-Boychittra* (Folk-Theatre in Bangladesh : Variation of Content and Phenomenon), (2008), *Banga sahityer alikhita Itihas* (An Unwritten History of Bengali Literature) (Co-write), (2010), *Nataksangraha,* 1 and 2 volume (a collection of play), (2010)